জাতীয় রেশম নীতি - ২০০৫

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নভেম্বর ২০০৫

জাতীয় রেশম নীতি - ২০০৫

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নভেম্বর ২০০৫

সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	ভূমিকা	১
২.০	পরিধি	১
৩.০	রেশম নীতির উদ্দেশ্য	২
৪.০	বাস্তবায়ন কৌশল	২
৫.০	রেশম খাতের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ	৩
৬.০	রেশম পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	৪
৭.০	রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ	৫
৮.০	রেশম - উপখাতের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত নীতিমালা	৬
৯.০	রেশম পণ্যের আমদানী শুল্ক ও কর সংক্রান্ত নীতিমালাঃ	১২
১০.০	রেশম শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান	১২
১১.০	বেসরকারী খাতে রেশম চাষ এবং রেশম শিল্প নীতি	১২
১২.০	রেশম নীতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়নের জন্য জাতীয় কমিটি গঠন	১৩

জাতীয় রেশম নীতি-২০০৫

১.০ ভূমিকা ঃ

১.১ সুদূর অতীতকাল থেকে বাংলাদেশের বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। রেশম চাষ মূলতঃ শ্রম নির্ভর একটি গ্রামীণ শিল্প। বস্ত্র সামগ্রীর মধ্যে রেশম একটি সমাদৃত পণ্য হিসেবে অনন্য স্থান দখল করে রয়েছে। এ খাতে নিয়োজিত জনবলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গ্রামীণ দুস্থ মহিলা। ফলে দারিদ্র বিমোচনে রেশম শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে সরকার প্রণীত দারিদ্র বিমোচন নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে রেশম পণ্য উৎপাদনের সকল স্তরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রেশম পণ্যকে প্রতিযোগী করে তোলা বিশেষ প্রয়োজন।

১.২ রেশম খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যবিধিসমূহের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যথাযথ ভাবে রেশম শিল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এমনভাবে সমন্বয় করতে হবে, যাতে স্ব স্ব দায়িত্ব সমূহ সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থবহ হয়ে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

১.৩ দেশের রেশম শিল্প বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। এ সকল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এ শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন এবং বাণিজ্য বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্যকে প্রতিযোগী করার নিমিত্ত্বে জাতীয় রেশম নীতিমালা প্রণয়ন ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক। আর এ লক্ষ্য সামনে রেখেই ''জাতীয় রেশম নীতি - ২০০৫'' প্রণয়ন করা হলো।

২.০ পরিধি ঃ

রেশম খাতের বিদ্যমান সমস্যা, রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে রেশম পণ্যকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে গবেষণা সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ জোরদার, রেশম খাতে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান, রেশম শিল্পের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রেশম শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্য ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, স্থানীয় রেশম শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে রেশম পণ্য আমদানীর উপর শুল্ক ও করের পুণর্বিন্যাস, দরিদ্র রেশম চাষীদের ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াদি রেশম নীতিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.০ রেশম নীতির উদ্দেশ্য ঃ

৩.১ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কাঁচা রেশমকে 'কৃষি পণ্য' এবং রেশম শিল্পকে 'কৃষিভিত্তিক শিল্প' হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৩.২ সরকার বিঘোষিত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের (PRSP) আলোকে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের rural non-farm activities এর আওতায় রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে দারিদ্র বিমোচন করা।

৩.৩ রেশম খাতের কর্মকান্ডের বিভিন্ন স্তরে গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ জোরদার এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদিত রেশম পণ্যাদির গুণগতমান বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও রেশম পণ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন নিশ্চিত করা।

৩.৪ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের প্রসার ঘটানো এবং যথাশীঘ্র রেশম সূতা ও বস্ত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন।

৩.৫ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন।

৩.৬ বাণিজ্য বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় রেশম শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধন, গুণগতমান উন্নয়ন ও দামের দিক থেকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করে তোলা।

৪.০ বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

জাতীয় রেশম নীতির বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা হবে ঃ

৪.১ রেশম খাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও এনজিওসমূহ সম্প্রসারণ সেবা, গবেষণা জোরদারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, দরিদ্র চাষীদের সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব প্রদান;

৪.২ রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ ও রোগমুক্ত ডিম উৎপাদনের জন্য জার্ম-প্লাজম মেইনটেনেন্স সেন্টারকে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতকরণ ;

৪.৩ রেশম পণ্যের চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সুষমকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বিএমআরই) এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন নতুন রিলিং, টুইস্টিং, স্পিনিং, উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং ইউনিট স্থাপন ;

৪.৪ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বিশেষ করে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র মহিলাদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ;

৪.৫ উন্নত মানের তুঁত পাতার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তুঁত চাষীদের সরকারী খাস জমি বরাদ্দের ব্যাপারে অগ্রাধিকার এবং রেশম চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত দরিদ্র চাষীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ;

৪.৬ রেশম পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান;

৪.৭ স্থানীয় উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং আমদানীকৃত কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের অবৈধ আমদানী রোধকল্পে আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট প্রয়োজনানুযায়ী নির্ধারণ করা হবে;

৪.৮ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.৯ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যবিধিসমূহ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ;

৫.০ রেশম খাতের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ঃ

৫.১ উন্নত তুঁত জাতের অভাব ও সঠিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ না করায় চাহিদানুযায়ী মান সম্মত তুঁতপাতা উৎপাদন সম্ভব হচেছ না;

৫.২ অনুচ্চ উৎপাদনশীল প্রজাতির পলু পালন ও সঠিক কারিগরী দক্ষতার অভাবে নিম্নমানের রেশম গুটি উৎপাদন;

৫.৩ পলু পালনে সঠিক পরিবেশের অভাব এবং লাগসই প্রযুক্তি/বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণে কাঠামোগত দুর্বলতা ;

৫.৪ রেশম গুটি শুকানো ও সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও অনুসরণের অভাব এবং কাটঘাই ও সনাতন রিলিং মেশিনের উপর অতি নির্ভশীলতার ফলে নিম্ন মানের কাঁচা রেশম উৎপাদন;

৫.৫ কাঁচা রেশম ও সূতার আমদানী মুল্য কম হওয়ায় স্থানীয় রেশম শিল্পে দেশীয় কাঁচা রেশম ও সূতার ব্যবহার আশানুরূপ নয়;

৫.৬ দেশি-বিদেশী বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বৈচিত্র্যময় ও উন্নতমান ও ফ্যাশন সমৃদ্ধ রেশম পণ্য উৎপাদনের দক্ষতার অভাব ;

৫.৭ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয় রেশম পণ্যাদির বাজারজাতকরণের কৌশল অবলম্বন ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টার অভাব;

৫.৮ রেশম পণ্যের বহুমুখীকরণ, আকর্ষণীয় নক্শা ও ফ্যাশনের অভাব;

৫.৯ রেশম চাষ এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক ও সমন্বয়ের অভাব;

৫.১০ রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও মোটিভেশন কার্যক্রমের অপ্রতুলতা ;

৫.১১ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়নে অপরিহার্য বিষয়ে ভর্তুকী প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা এবং অপর্যাপ্ত ঋণ সহায়তা;

৫.১২ ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার অভাব;

৫.১৩ ক্ষুদ্রচাষীদের রেশম গুটি ও সূতার বাজারজাতকরণের সমস্যা।

৬.০ রেশম পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ঃ

রেশম চাষের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদিত রোগমুক্ত ডিম, রেশম গুটি, কাঁচা রেশম, রেশম সূতা ও রেশম বস্ত্রের বিদ্যমান (২০০২-০৩ অর্থ বছরের ভিত্তিতে) চাহিদা ও বাস্তব উৎপাদন এবং আগামী ৫ বছর পর (২০০৭-০৮ সাল নাগাদ) বর্ণিত রেশম পণ্যাদির অভিক্ষেপিত চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতির পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হয়েছে।

৬.১ বিদ্যমান চাহিদা ও উৎপাদন ঃ

রেশম খাতে রেশম বস্ত্র, কাঁচা রেশম/রেশম সূতা, রেশম গুটি ও রোগমুক্ত ডিম এর বিদ্যমান (২০০২-০৩) চাহিদা যথাক্রমে ৪.০০ মিলিয়ন মিটার, ৩০০ মেট্রিক টন, ৩,৬০০ মেট্রিক টন ও ১২.০০ মিলিয়ন সংখ্যা। বর্ণিত চাহিদার বিপরীতে দেশে বর্ণিত রেশম পণ্যের বাস্তব উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২.৫০ মিঃ মিটার, ৪০ টন, ৫০০ টন এবং ২.৫ মিঃ সংখ্যা। অর্থাৎ চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২.৫ মিঃ মিটার, ২৬০ টন, ৩,১০০ মেট্রিক টন ও ৯.৫০ মিঃ সংখ্যা। কাজেই চাহিদা ও উৎপাদনের এই বিরাট ঘাটতি ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে হবে।

৬.২ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ঃ

৬.২.১ মধ্য মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা (২০০৮-০৯)ঃ

দেশে বিদ্যমান চাহিদার বিপরীতে স্থানীয় ভাবে স্বল্প পরিমাণে রেশম পণ্য উৎপাদিত হয়। ভবিষ্যতে রেশম বস্ত্রের স্থানীয় ও রপ্তানী চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ রেশম পণ্য উৎপাদনে স্বয়ম্বরতা অর্জনে বর্তমান ধারায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। আগামী ২০০৮-০৯ সাল নাগাদ বিভিন্ন রেশম পণ্যের অভিক্ষেপিত চাহিদা ও উৎপাদন-ঘাটতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হয়েছে। বর্ণিত অভিক্ষেপণে (২০০৮-০৯ সাল নাগাদ) বিভিন্ন রেশম পণ্যের চাহিদার ৭৫ শতাংশ (রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ) স্থানীয় ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে মিটানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। পরিকল্পিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০০৮-০৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ৩.৩০ মিলিয়ন মিটার রেশম বস্ত্র, ২৬০ মেট্রিক টন কাঁচা রেশম, ৩,১০০ টন রেশম গুটি ও ৯.৫০ মিলিয়ন রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন করতে হবে।

৬.২.২ দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা (২০১৪-১৫)ঃ

আগামী ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ বিভিন্ন রেশম পণ্যের অভিক্ষেপিত চাহিদা ও উৎপাদন-ঘাটতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হয়েছে। বর্ণিত অভিক্ষেপণে (২০১৪-১৫ সাল নাগাদ) বিভিন্ন রেশম পণ্যের চাহিদার ৯০ শতাংশ (রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ) স্থানীয় ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে মিটানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। পরিকল্পিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ৫.৫০ মিলিয়ন মিটার রেশম বস্ত্র, ৪৪৪ মেট্রিক টন কাঁচা রেশম, ৫,৩১৪ টন রেশম গুটি ও ১৬.৮৫ মিলিয়ন রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন করতে হবে।

৭.০ রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ ঃ

৭.১ রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াঃ

৭.১.১ তুঁত জাত সংরক্ষণ ও তুঁত পাতা উৎপাদন;

৭.১.২ রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ, রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ;

৭.১.৩ রেশম গুটি উৎপাদন, শুকানো ও বাজারজাতকরণ;

৭.১.৪ রেশম গুটি বাছাইকরণ, গ্রেডিং ও মোড়কীকরণ;

৭.১.৫ রেশম সূতা উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ;

৭.১.৬ প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ সেবা;

৭.১.৭ রেশম বস্ত্র বয়ন ও ডাইয়িং-ফিনিশিং ইত্যাদি।

৭.২ রেশম শিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ ঃ

৭.২.১ রেশম পণ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন জোরদার ও মানোন্নয়ন;

৭.২.২ অতুঁত রেশম ও দ্বি-চক্রী রেশম পলু চাষ প্রবর্তন;

৭.২.৩ গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৭.২.৪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আন্তঃ সম্পর্ক তৈরী;

৭.২.৫ কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরী ও হালনাগাদকরণ;

৭.২.৬ রেশম শিল্পের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা সর্বত্র ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৭.২.৭ রেশম চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ, প্রযুক্তিগত ও প্রনোদোনামূলক অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

৭.২.৮ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ;

৭.২.৯ বাজার গবেষণা ও বিপণনে সহায়তা প্রদান;

৭.২.১০ রেশম বস্ত্রের মানোন্নয়ন ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৮.০ রেশম উপখাতের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত নীতিমালা ঃ

৮.১ তুঁত পাতা সংরক্ষণ ও উৎপাদন ঃ

৮.১.১ স্ট্রীপ টাইপ চাষের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল ঝোপ ও লো-কাট তুঁত চাষ পদ্ধতির অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং বিদ্যমান তুঁত গাছের বিজ্ঞান সম্মত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে।

৮.১.২ তুঁত চাষে প্রচুর পরিমাণ জমির প্রয়োজনের কারণে তুঁত চাষ সরকারের বনায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সম্পাদন করা হবে। ভবিষ্যতে গোষ্ঠী এবং সামাজিক বনায়নের পাশাপাশি রেশম অধ্যুষিত এলাকায় তুঁত চাষ সামাজিক বনায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় বন বিভাগের সংগে পরামর্শক্রমে তুঁত গাছের চারা রোপণ/কর্তন করা যেতে পারে।

৮.১.৩ সরকারের খাস জমি বিতরণ পরিকল্পনার আওতায় তুঁত চাষের জন্য গ্রামাঞ্চলে তুঁত চাষীদেরকে জমি বরাদ্দের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.১.৪ বাঁধ, বন এলাকায়, খাস জমিতে, নদীর পাশে, খাল/পরিখার পাড়ে ও সংযোগ সড়কে গাছ-তুঁত চাষ করা হবে।

৮.১.৫ তুঁত জমিতে মিশ্র ও সাথী ফসলের চাষ উৎসাহিত করা হবে।

৮.১.৬ ভবিষ্যতে পৌর এলাকা ও গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হবে তুঁত চাষাবাদের উপযুক্ত জমি এবং তুঁতগাছ/বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করা। ইচ্ছাকৃতভাবে তুঁতগাছের ক্ষতিসাধন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

৮.১.৭ তুঁত বাগান প্রতিষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ অর্থায়নে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক তুঁত চাষীদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান করবে।

৮.১.৮ গাছ-তুঁত, ঝোপ এবং লো-কাট উচ্চ ফলনশীল তুঁত চাষীদের ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প হার সুদে সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

৮.১.৯ লোকাট তুঁত চাষ এর পাশাপাশি গাছ তুঁত পদ্ধতি চালু রাখা এবং যেহেতু লো-কাট তুঁত অথবা গাছ তুঁত চাষ থেকে পাতা পেতে কমপক্ষে দু'বছর সময়ের প্রয়োজন হয়, সেহেতু এ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বুশ জমির পরিচর্যার জন্য খাদ্য সহায়তা (Food for works) এবং V. G. F/V. G. D. কর্মসূচীর আওতায় নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র লো-কাট ও গাছ তুঁত চাষীদের সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.২ রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ, রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ঃ

৮.২.১ জার্ম প্লাজম মেইনটেনেন্স সেন্টারে (GMC) বিএসআরটিআই কর্তৃক পিতৃ-মাতৃজাত রেশম পোকার বীজ এবং প্রজাতির স্থায়ী মজুদ নিশ্চিত করা হবে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান পিতৃ-মাতৃজাত সংরক্ষণ করলে তার মান নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বাবধান বিএসআরটিআইএর উপর ন্যস্ত থাকবে। বিভিন্ন রেশম পোকার প্রজাতির বংশগত গুণাবলী অক্ষুণ্ন রাখার জন্য GMC কে আরও আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করা হবে।

৮.২.২ বর্তমানে রেশম পোকার রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বিতরণ পদ্ধতি ক্রমাগত চাকী পালন পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

৮.২.৩ বাণিজ্যিকভাবে পলুপালনের জন্য মৌসুম উপযোগী উচ্চফলনশীল শংকর জাতের ডিম উৎপাদন করার উপযুক্ত অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

৮.২.৪ শুধুমাত্র উচ্চফলনশীল ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৮.২.৫ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল রেশম ডিম সীমিত আকারে আমদানী করা যাবে। তবে তা অবশ্যই কোয়ারেনটাইন পরীক্ষার মাধ্যমে রোগমুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৩ রেশম গুটি উৎপাদন, শুকানো ও বাজারজাতকরণ ঃ

৮.৩.১ বাংলাদেশ রেশম বোর্ড/বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতায় রেশম চাষের উপযুক্ত এলাকায় আরো দ্রুতগতিতে বেশী পরিমাণ চাকী পালন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অভিজ্ঞ চাষীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক তুঁতচাষী নির্বাচন করে তাদেরকে রেশম পোকা পালনের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে বিএসবি, বিএসআরটিআই, বিএসএফ এবং এনজিওগুলোর নিজ নিজ সম্প্রসারণ কর্মীর সহায়তায় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে; যাতে তাঁরা অন্য চাষীদের মধ্যে আধুনিক পলুপালন পদ্ধতি প্রচার করতে পারে।

৮.৩.২ বিএসবি এবং বিএসআরটিআই কর্তৃক পলু পালনের উন্নত প্রযুক্তির উপর মৌসুম ও জাত উপযোগী পলু পালনের উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা ও পোস্টার প্রকাশ ও বিতরণ করা হবে।

৮.৩.৩ উৎপাদিত রেশম গুটি সঠিক উপায়ে শুকানোর জন্য প্রত্যেক গুটি উৎপাদন এলাকায় পর্যাপ্ত ড্রায়ার স্থাপন করা হবে।

৮.৩.৪ বিএসআরটিআই পলুপালনের সময়কাল বছরে ১০০ দিনেরও বেশী করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাবে অর্থাৎ পলু পালনের মৌসুম বছরে ৬ থেকে ৮ চক্র অথবা তারও বেশী করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে যাতে রেশম চাষকে নিয়মিত পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

৮.৩.৫ উন্নত পলুপালন ঘর নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিএসবি, বিএসআরটিআই, বিএসএফ এবং এনজিও গুলো তাদের কার্যক্রম ক্ষুদ্র ঋণ পরিকল্পনার আওতায় আনবে এবং মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার কাঠামো (modality) তৈরী করবে।

৮.৩.৬ প্রতি একশতটি রোগমুক্ত ডিমের (DFL) গ্রেনের সংখ্যা ৫০ হাজারে নির্ধারণ করা হবে।

৮.৩.৭ ভর্তুকি মূল্যে রেশম চাষীদের বিশোধক সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

৮.৪ রেশম সূতা উৎপাদন, মানোন্নয়ন ও বিক্রয় ঃ

৮.৪.১ গুটি বাছাই, গ্রেডিং, শুকানো এবং মোড়কীকরণ এর ক্ষেত্রে এমন সব কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হবে যাতে দক্ষতার সাথে সূতা কাটাই করা যায় এবং উন্নতমানের রেশম সূতা তৈরী সম্ভব হয়।

৮.৪.২ রেশম গুটি শুকানোর জন্য বিএসআরটিআই উদ্ভাবিত Multi Fuel Dryer পদ্ধতি নিশ্চিত করা হবে।

৮.৪.৩ গুটি প্রক্রিয়াকরণ ও সূতা কাটাই সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিএসআরটিআই ব্যবহার পদ্ধতির বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরী করে সুতা কাটাইকারীদের নিকট সরবরাহ করবে।

৮.৪.৪ বাংলাদেশে সুতাকাটাইর লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বিএসআরটিআই গবেষণা পরিচালনা করবে।

৮.৪.৫ ডুপিয়ন সূতার মানোন্নয়নের জন্য উন্নত কাটঘাই ও দেশী চরকা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৫ রেশম সূতা উৎপাদন, মানোন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ ঃ

৮.৫.১ উন্নতমানের রেশম বস্ত্র যেমন ক্রেপ, কোমপেনসেনেক, ভয়েল, জর্জেট, গ্রেনেডাইন, টাফেটা প্রভৃতি, তৈরী করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।

৮.৫.২ উন্নত রেশম সূতা তৈরীর জন্য উন্নত কটেজ রিলিং ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা দেয়া হবে।

৮.৫.৩ ডুপিয়ন সূতার মানোন্নয়নের জন্য উন্নত কাটঘাই ও থাই চরকার ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবহারকারীদের অনুদান প্রদান করা হবে।

৮.৫.৪ কাঁচা রেশম বিপণনের সুবিধার্থে পরীক্ষণ ও মানের সনদপত্র ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৮.৫.৫ দেশীয় রিলারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গুণগত মানের ভিত্তিতে সূতার সর্ব নিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

৮.৫.৬ আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন 'এ' গ্রেড সূতা উৎপাদনকারীকে 'প্রাইস ইনসেনটিভ' দেয়া হবে।

৮.৬ প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ সেবা ঃ

৮.৬.১ উন্নত মানের রেশম বস্ত্র যেমন ক্রেপ, কমপেনসেনেক, ভয়েল, জর্জেট, গ্রেনেডাইন, টাফেটা প্রভৃতি তৈরী করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।

৮.৬.২ রেশম শিল্পের সাথে জড়িত সকল মাঠকর্মী, তুঁত চাষী, পলুপালনকারী, রিলার ও তাঁতীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৮.৬.৩ রপ্তানীযোগ্য রেশম বস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপনে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮.৭ রেশম গুটি, সূতা ও অন্যান্য রেশম পণ্য আমদানী-রপ্তানী ও বাজারজাতকরণ ঃ

৮.৭.১ রেশম গুটি, সূতা ও অন্যান্য রেশম পণ্য আমদানী-রপ্তানী ঃ

৮.৭.১.১ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে রেশম শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত মানের রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন গ্রেডের কাঁচা রেশম আমদানী করা যাবে। কোনমতেই গ্রেডবিহীন রেশম সূতা আমদানী ও ডাম্পিং করা যাবে না।

৮.৭.১.২ আমদানীকৃত সূতার মান নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রয়োজনে আমদানীকৃত রেশম সূতার নমুনা বিএসআরটিআইতে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা হবে।

৮.৭.১.৩ রেশম সূতা ব্যবহারকারীকে মোট ব্যবহৃত সূতার কমপক্ষে ২০% স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কাঁচা রেশম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। রেশম সূতার স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে ব্যবহারের এ হার বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হবে।

৮.৭.১.৪ আমদানীকৃত কাঁচা রেশম সূতা দ্বারা উৎপাদিত পণ্য রপ্তানী করার পাশাপাশি দেশীয় কাঁচা রেশম সূতার তৈরী পণ্য বিদেশে রপ্তানীর দিকে জোর দেয়া হবে এবং এ বিষয়ে উৎসাহমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৮.৭.১.৫ রেশম শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রং ও রসায়ন আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক রেয়াত/হ্রাস বা যৌক্তিকরণ করা হবে।

৮.৭.২ রেশম গুটি, সূতা ও অন্যান্য রেশম পণ্য বাজারজাতকরণ ঃ

৮.৭.২.১ রেশম পণ্যের বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিশেষ ভাবে প্রতিযোগী দেশ সমূহের কৌশল পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.২ উজ্জলতা ও স্থিতিস্থাপকতা বাংলাদেশী রেশম পণ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এ দুটি প্রধান গুণ বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। দেশীয় রেশম বস্ত্র/তৈরী পোষাকের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির জন্য Design & Fashion এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৮.৭.২.৩ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত কাঁচা রেশম, স্পান রেশম ও ডুপিয়ন রেশম সূতার তৈরী কাপড়ের গুণগত মান উন্নয়নে জোর দেয়া হবে। রেশম বস্ত্রের জামা কাপড়, পর্দা, রুমাল, টেবিল ক্লথ, কুশন, বালিশের কভার, গাড়ীর সিটের কভার, ওড়না, পোশাক, বিছানার চাদর ইত্যাদি পণ্যের আকর্ষণীয় নকশা তৈরী/ উদ্ভাবনের বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে

৮.৭.২.৪ রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারীদের পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে সরকার সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান এবং বাজার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.৫ রেশম পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করার জন্য বিভিন্ন দেশে এর শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.৬ রপ্তানীকারকদের E-commerce এ প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮.৭.২.৭ রেশম পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়ম কানুন সহজতর করা হবে এবং রপ্তানীর সাথে সংশ্লিষ্ট খরচাদি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.৮ রেশম পণ্যের আমদানীকারক দেশসমূহে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ দেশে উৎপাদিত রেশম পণ্যের রপ্তানী বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.৭.২.৯ স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত রেশম সূতার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দেশীয় রেশম বস্ত্র ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের উপহার প্রদানকালে রেশম সূতার তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ বা রেশমজাত দ্রব্য সামগ্রীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

৮.৭.২.১০ বিভিন্ন ট্রেড শোতে বাংলাদেশ উৎপাদিত রেশম পণ্যের প্রদর্শন ও বিক্রয়ে সহায়তা দেয়া হবে এবং ট্রেড শোতে অংশগ্রহণের জন্য রেশম পণ্য উৎপাদনকারীদের সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.৭.৩ খোলা বাজারে রেশম গুটি ও রেশম সূতা বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮.৮ রেশম শিল্পে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও মানোন্নয়ন ঃ

৮.৮.১ বাংলাদেশে রেশম বস্ত্র বয়নে শক্তিচালিত তাঁত কারখানা গুলোকে আধুনিকায়ন করতে হবে। এ জন্য ব্যাংকসমূহ হতে ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৮.৮.২ স্থানীয় কাঁচা রেশম এর ব্যবহার বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র রেশম পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কর্তৃক স্থানীয় ও আমদানীকৃত কাঁচা রেশম/রেশম সূতা ব্যবহারের অনুপাত হবে কমপক্ষে ১:৪। রেশম সূতার চাহিদা ও স্থানীয় উৎপাদন এর সাথে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় ও আমদানীকৃত রেশম সূতা ব্যবহারের অনুপাত এতদ্ সংক্রান্ত সাব-কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ***(রেশম সূতা পরিবহনের ক্ষেত্রে "পারমিট প্রথা" বহাল রাখা হবে; যা বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কর্তৃক প্রদান করা হবে)***।

৮.৮.৩ চাহিদা অনুযায়ী উইভিং, ডাইয়িং, প্রিন্টিং ও নকশা সম্পর্কে সার্ভিস প্রদানের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের সহায়তায় সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করা হবে।

৮.৮.৪ স্থানীয় রেশম গুটি হতে উৎপাদিত কাঁচা রেশম এবং রেশম বস্ত্রের সুষ্ঠু প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসআরটিআই রেশম প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত Process ও Testing Parameters, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুস্তিকা লিফলেট তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

৮.৯ অতুঁত রেশম ও দ্বি-চক্রী রেশম পলু চাষ ঃ

৮.৯.১ সরকার দেশে আমদানী বিকল্প রেশম সূতা উৎপাদনের লক্ষ্যে দ্বি-চক্রী জাতের পলুপালন উৎসাহিত করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রযুক্তি উন্নয়নে অর্থায়ন করা হবে।

৮.৯.২ বেসরকারী রেশমচাষীদের অবকাঠামো তৈরী ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ে আর্থিক অনুদান দেয়া হবে।

৮.৯.৩ দ্বি-চক্রী পলুর চাষ Stabilize না হওয়া পর্যন্ত (৫ বছর) Crop Insurance প্রথা চালু থাকবে যাতে রেশমচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৮.৯.৪ যৌথ উদ্যোগে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৮.৯.৫ পার্বত্য চট্টগ্রামে তসর রেশমচাষ উন্নয়নে একটি পাইলট প্রকল্পে অর্থায়ন করা হবে।

৮.১০ গবেষণা উন্নয়ন ঃ

৮.১০.১ দেশের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল তুঁত ও রেশম পোকার জাত উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর দিতে হবে।

৮.১০.২ উদ্ভাবিত তুঁত জাত, রেশম পোকার জাত ও প্রযুক্তি "Farming System Research (FSR) এবং Multi Location Test (MLT) পদ্ধতি" অবলম্বনে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সাব-কমিটি-২ এর অনুমোদন সাপেক্ষে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য বিএসআরটিআই এর নিকট থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৮.১০.৩ প্রযুক্তি সংক্রান্ত মাঠ ভিত্তিক গবেষণা প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের চাহিদার ভিত্তিতে নিরূপণ করতে হবে।

৮.১০.৪ মাঠভিত্তিক Multidisciplinary গবেষণা প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য অর্থায়ন করা হবে।

৮.১০.৫ মাঠ পর্য্যায়ে প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা প্রকল্প উৎসাহিত করা হবে।

৮.১১ প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ঃ

রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে যে সকল প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যবিধিসমূহ প্রয়োজনবোধে পূণর্বিন্যাস করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে যথাযথ ভাবে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বন্টন করতে হবে, যাতে বন্টনকৃত কাজ সমূহ বাস্ত-বায়নে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দ্বৈততা পরিহার করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

৮.১১.১ রেশম খাতে সম্পৃক্ত সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড জাতীয় কমিটি নির্ধারণ করবে।

৮.১২ রেশম খাতের কর্মকান্ড সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরী ও ক্রমাগত হালনাগাদকরণ ঃ

রেশম খাতের বিভিন্ন কম্পিউটার ভিত্তিক Database সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে।

৯.০ রেশম পণ্যের আমদানী শুল্ক ও কর ঃ

রেশম পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক ও কর কাঠামোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ডিম উৎপাদন, পলু পালন ও সূতাকাটাই/রিলিং কর্মকান্ড উৎসাহিত করার পাশাপাশি দেশীয় রেশম শিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করে রেশম পণ্যের আমদানী-রপ্তানীর উপর শুল্ক ও কর সংক্রান্ত নীতিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুসরণ করা হবে এবং ভবিষ্যত বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হবে।

৯.১ স্থানীয় ভাবে গুটি উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য রেশম গুটি (Cocoon) আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে।

৯.২ স্থানীয় উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং আমদানীকৃত কাঁচা রেশম ও রেশম সূতার অবৈধ রপ্তানী রোধকল্পে কাঁচা রেশম ও রেশম সূতার উপর আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট প্রয়োজনানুযায়ী বৃদ্ধি/হ্রাস করা যেতে পারে।

৯.৩ দেশের রেশম শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে রেশম বস্ত্র আমদানীর উপর কাঁচা রেশম ও রেশম সূতা অপেক্ষা অধিক হারে শুল্ক ও ভ্যাট আরোপ করা হবে।

১০.০ রেশম শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ঃ

স্বল্প বিনিয়োগ ব্যয়ে রেশম খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অধিক সংখ্যক লোকের কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ২.৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান নিরুপণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিচার করে রেশম সংক্রান্ত কর্মকান্ড বৃদ্ধি করে অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

রেশম শিল্পের উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত বিত্তহীন মহিলারা। পলু পালনে নিয়োজিত মহিলার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে গ্রামীণ মহিলাদের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে গ্রাম থেকে দুস্থ মহিলাদের শহরে আসার প্রবনতা হ্রাস পাবে এবং এ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।

১১.০ বেসরকারী খাতে রেশম চাষ এবং রেশম শিল্প স্থাপন ঃ

দেশে রেশম পণ্যের উৎপাদনে বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ (ব্যক্তি উদ্যোক্তা, এনজিও, শিল্প মালিক, আমদানীকারক ইত্যাদি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব পালনে বেসরকারীখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১১.১ বেসরকারী খাতে রেশম চাষ যথা উন্নতমানের তুঁত পাতা, রোগমুক্ত ডিম, রেশম গুটি ও রেশম সূতা উৎপাদন এবং রেশম শিল্প যথা- রিলিং, টুইস্টিং, উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং প্রযুক্তির উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া হবে যাতে বেসরকারী খাতে এ শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে।

১১.২ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বেসরকারী উদ্যোক্তা, আমদানী - রপ্তানীকারকগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে

সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে এবং রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন ও রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.৩ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী বেসরকারী উদ্যোক্তাগণকে ঋণ সহায়তা প্রদান ও স্বল্প সুদে চলতি মূলধন অর্থায়ন করা হবে।

১২.০ রেশম নীতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়নের জন্য জাতীয় কমিটি গঠন ঃ

রেশম নীতির বাস্তবায়ন তদারকীর উদ্দেশ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে উচ্চ পর্যায়ের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে এবং এ কমিটি রেশম খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ড উন্নয়নে প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে কয়েকটি সাব-কমিটি গঠন করবে। সাব-কমিটিগুলো জাতীয় রেশম কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুযায়ী কর্মকান্ড পরিচালনা করবে এবং ৩ মাস পর পর সাব-কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেশম নীতির সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ তদারকি করবে। জাতীয় কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবেঃ

(১) সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
চেয়ারম্যান

(২) অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(৩) ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(৪) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(৬) শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(৭) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(৮) পরিকল্পনা কমিশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(৯) বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(১০) রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(১১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(১২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
সদস্য

(১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন
সদস্য

(১৪) পরিচালক, বিএসআরটিআই
সদস্য

(১৫) এফবিসিসিআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(১৬) বিজিএমইএ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(১৭) রেশম শিল্পের সাথে জড়িত NGO প্রতিনিধি (২ জন)
সদস্য

(১৮) বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির ১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(১৯) বাংলাদেশ রেশম চাষী মালিক সমিতির ১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি
সদস্য

(২০) সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের দু'জন উপযুক্ত প্রতিনিধি সদস্য

(২১) রেশম চাষের সাথে জড়িত রিলার/রিয়ারার/উইভার প্রতিনিধি - ৩ জন প্রতিনিধি সদস্য

(২২) শিল্প অর্থনীতিবিদ, টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সদস্য

(২৩) যুগ্ম-সচিব (নীতি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সদস্য-সচিব

১২.১ সাব-কমিটি - ১ ঃ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ এবং রেশম পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কমিটিঃ

ক্রঃ নং	কমিটির কাঠামো	কার্য পরিধি
(১)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (আহবায়ক)	- সম্প্রসারণ সেবা প্রদান। - তুঁতপাতা উৎপাদন। - রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও সরবরাহকরণ। - রেশমগুটি উৎপাদন, শুকানো ও বাজারজাতকরণ। - রেশম সূতা উৎপাদন, মানোন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ। - রেশম শিল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন। - রেশম খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর জরীপ পর্যালোচনা, তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তদারকি। - চাহিদার ভিত্তিতে চাষী ও কর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান।
(২)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	
(৩)	কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১ জন প্রতিনিধি	
(৪)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১ জন প্রতিনিধি	
(৫)	বিএসএফ এর প্রতিনিধি	
(৬)	বিএসআরটিআই এর প্রতিনিধি	
(৭)	এনজিও প্রতিনিধি ২ জন	
(৮)	রিলার প্রতিনিধি ২ জন	
(৯)	বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির প্রতিনিধি - ২ জন	
(১০)	রিয়ারার প্রতিনিধি - ২ জন	
(১১)	উইভার প্রতিনিধি-১ জন	
(১২)	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি- ১ জন	
(১৩)	সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন প্রতিনিধি- ১ জন	

১২.২ সাব-কমিটি - ২ ঃ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটি ঃ

ক্রঃ নং	কমিটির কাঠামো	কার্য পরিধি
(১)	পরিচালক, বিএসআরটিআই (আহবায়ক)	- চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
(২)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	- চাহিদার ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ।
(৩)	বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের প্রতিনিধি	- গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুমোদন ও বিভিন্ন সম্প্রসারণ সংস্থার নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তর ।
(৪)	বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি	- রেশম উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গবেষণা উন্নয়ন।
(৫)	এনজিও প্রতিনিধি ১ জন	- দ্বি-চক্রী ও তসর রেশম চাষ ইত্যাদি।
(৬)	প্রতিনিধি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	- Germ Plasm কেন্দ্র ও Grainage পরিচালনার নির্দেশিকা প্রণয়ন।
(৭)	প্রতিনিধি প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	- তুঁত ও রেশম পোকার নূতন প্রজাতি উদ্ভাবন ও অনুমোদন।
(৮)	বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির প্রতিনিধি-২	- বারেবো ও বিএসআরটিআই যৌথভাবে ফিল্ড ট্রায়াল পট পরিদর্শন, ফলাফল বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
(৯)	রিয়ারার প্রতিনিধি- ২ জন	- রেশম বোর্ড অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মাঠ সমস্যাদির গবেষণালব্ধ সমাধান প্রাদান।
(১০)	উইভার প্রতিনিধি-১ জন	
(১১)	সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন প্রতিনিধি- ১ জন	

১২.৩ সাব-কমিটি - ৩ ঃ রেশম পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন ও আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত কমিটি ঃ

ক্রঃ নং	কমিটির কাঠামো	কার্য পরিধি
(১)	যুগ্ম-সচিব (নীতি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় (আহ্বায়ক)	- রেশম পণ্য উৎপাদন ও মানোন্নয়ন।
(২)	বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের প্রতিনিধি	- রেশম সূতা আমদানী সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ সংক্রান্ত।
(৩)	বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি	- রেশম পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানী নীতিমালা অনুসরণ সংক্রান্ত।
(৪)	বিএসআরটিআই এর প্রতিনিধি	
(৫)	তাঁতী সমিতির প্রতিনিধি	
(৬)	সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন প্রতিনিধি- ১ জন	
(৭)	বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতির প্রতিনিধি-২	
(৮)	এনজিওর প্রতিনিধি	
(৯)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	

রেশম পণ্যের বিদ্যমান (২০০২-০৩) ও অভিক্ষেপিত (২০০৮-২০০৯ ও ২০১৪-১৫) চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঃ

	২০০২-০৩ (ভিত্তি বছর)			২০০৮-০৯				২০১৪-১৫			
রেশম পণ্যের নাম	চাহিদা	বাস্তব উৎপাদন	চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতি	চাহিদা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন (২০০২-০৩)	চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতি	চাহিদা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন (২০০২-০৩)	চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতি
রেশম বস্ত্র (মিঃ মিঃ)	৪.০০	১.৫	২.৫	৫.৩৫	৪.৮০	১.৫০	৩.৩০	৭.০০	৭.০০	১.৫০	৫.৫
কাঁচা রেশম/ সূতা (টন)	৩০০	৪০	২৬০	৪.০০	৩০০	৪০	২৬০	৫৩৮	৪৮৪	৪০	৪৪৪
রেশম গুটি (টন)	৩,৬০০	৫০০	৩,১০০	৪,৮০০	৩,৬০০	৫০০	৩,১০০	৬,৪৬০	৫,৮১৪	৫০০	৫,৩১৪
রোগমুক্ত ডিম (মিঃ সংখ্যা)	১২.০০	২.৫০	৯.৫০	১৬.০০	১২.০০	২.৫০	৯.৫০	২১.৫০	১৯.৩৫	২.৫০	১৬.৮৫

পাদটিকা ঃ

(১ রেশম বস্ত্রের চাহিদার (স্থানীয় ও রপ্তানী) বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়েছে এবং ২০০৮-০৯ সাল নাগাদ প্রয়োজনীয় রেশম বস্ত্রের ৯০ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ১০০ শতাংশ চাহিদা স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা হবে।

(২) রোগমুক্ত ডিম, রেশম গুটি ও রেশম গণ্যের মোট চাহিদার ৭৫ ও ৯০ শতাংশ যথাক্রমে ২০০৮-০৯ ও ২০১০-১৫ সালের স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

(৩) ১ কেজি কাঁচা রেশম থেকে গড়ে ১৩.৩৩ মিটার বস্ত্র, ১২ কেজি রেশম গুটি থেকে ১ কেজি রেশম সূতা এবং ১০০ রোগ মুক্ত ডিম থেকে ৩০ কেজি রেশম গুটি উৎপাদিত হয় বলে ধরা হয়েছে।

বাঃসঃমুঃ-২০০৫/০৬-৩৯৯৪কম/এ(৮)-১০০০ বই-২০০৬।